ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৩

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-১

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

প্রথম খণ্ড

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

এম. এ. ইউসুফ আলী

মাহদি হাসান

সম্পাদনা-পরিষদ

সালমান মোহাম্মদ, ইলিয়াস মশহুদ

ফাহাদ আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ আরাফাত

কালান্তর প্রকাশনী

ধারাবিবরণী

মুখবন্ধ ১৫

প্রথম অধ্যায়

আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব ক্রুসেডসমূহ # ৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৩৩

এক : বাইজেন্টাইন ৩৩

দুই : স্পেন ৩৫

তিন : ক্রুসেড আন্দোলন ৩৬

চার : ক্রুসেডারদের ঐক্যপ্রচেষ্টা ৩৭

পাঁচ : উপনিবেশবাদ ৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ ৪১

এক : ধর্মীয় কারণ ৪২

দুই : রাজনৈতিক কারণ ৪৬

তিন : সামাজিক কারণ ৪৮

চার : অর্থনৈতিক কারণ ৪৯

পাঁচ : ভূমধ্যসাগরে শক্তির পালাবদল ৫০

ছয় : পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাহায্য কামনা ৫৫

সাত : পোপ দ্বিতীয় আরবানের ব্যক্তিত্ব ও ক্রুসেডে তার পরিকল্পনা ৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম ক্রুসেডের শুরু ৭০

এক : দখলের পর ক্রুসেডারদের কৌশল ৭১

দুই : সেলজুক শাসনামলে প্রতিরোধ ৭৫

তিন : প্রতিরোধ আন্দোলনে কবিদের ভূমিকা ৮১
চার : ইমাদুদ্দিন জিনকির পূর্বে সেলজুকদের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ ৮৩
পাঁচ : ইমাদুদ্দিন জিনকির সবচেয়ে বড় অর্জন এডেসা জয় ১৩৩
ছয় : ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজনৈতিক ও সামরিক অর্জন ১৫৩
সাত : দ্বিতীয় ক্রুসেড ১৫৪
আট : দ্বিতীয় ক্রুসেডের ফলাফল ১৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফাতিমি সাম্রাজ্যের সঙ্গে নুরুদ্দিন জিনকির আচরণ ১৬৬

এক : ইসমাইলি শিয়া ও ফাতিমি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ১৬৬
দুই : নুরুদ্দিন জিনকির মিসর অভিযান ১৯৫
তিন : সালাহুদ্দিনের মন্ত্রিত্ব লাভ ও অবদান ২১১
চার : বাইজেন্টাইন ও ক্রুসেডারদের যৌথ-আক্রমণ মোকাবিলা ও দিমইয়াত অবরোধ ২১৬
পাঁচ : ফাতিমি উবায়দি খিলাফতের বিলুপ্তি ২২২
ছয় : ফাতিমি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা রোধ ২২৭
সাত : ফাতিমি মতবাদ ও ঐতিহ্য উৎখাতে সালাহুদ্দিনের পদক্ষেপ ২৩৮
আট : নুরুদ্দিন জিনকির শাসনামলে সালাহুদ্দিনের বিজয়ধারা ২৪৭
নয় : সালাহুদ্দিন ও নুরুদ্দিনের মধ্যে বিরোধের রহস্য ২৪৯
দশ : নুরুদ্দিন মাহমুদের ইনতিকাল ২৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা # ২৫৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পরিবার ও তাঁর বেড়ে ওঠা ২৫৯

এক : সালাহুদ্দিনের বংশধারা ২৫৯
দুই : সালাহুদ্দিনের জন্ম ২৬১
তিন : সালাহুদ্দিনের বেড়ে ওঠা ২৬২
চার : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ২৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সালাহুদ্দিনের চারিত্রিক গুণাবলি ২৬৮

এক : আল্লাহভীরুতা ও ইবাদত ২৬৮

দুই : ন্যায়পরায়ণতা ২৭৫
তিন : সাহসিকতা ২৭৭
চার : উদারতা ২৭৯
পাঁচ : জিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ ২৮২
ছয় : সহনশীলতা ২৮৫
সাত : ব্যক্তিত্বের উপকরণ ধারণ ২৮৮
আট : ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতিদানের আশা ২৯৩
নয় : অঙ্গীকার রক্ষা ২৯৭
দশ : বিনয় ২৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের আকিদা ৩০১

এক : সুন্নি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় আইয়ুবি শাসকরা ৩০২
দুই : শাম ও জাজিরায় আইয়ুবি শাসকদের প্রচেষ্টা ৩০৯
তিন : আইয়ুবি আমলে সুন্নি সংস্কৃতির উপাদানসমূহ ৩১২
চার : সুন্নি আকিদার মূলনীতিসমূহ ৩১৫
পাঁচ : ফিকহ চর্চা ৩১৬
ছয় : আইয়ুবিদের কর্তৃক আব্বাসি খিলাফতের পুনরুজ্জীবন দান ৩১৮
সাত : হজযাত্রার পথ ও হারামাইনের নিরাপত্তায় আইয়ুবি সুলতানগণ ৩১৯
আট : মিসর, শাম ও ইয়ামেনে শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে আইয়ুবি শাসকদের লড়াই ৩২৬
নয় : সুন্নি মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যেসব বিষয় আইয়ুবিদের সাহায্য করেছে ৩২৮
দশ : সালাহুদ্দিনের নির্দেশনাবলিতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ৩৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে আলিম ও ফকিহগণের মর্যাদা ৩৩৩

এক : কাজি আল ফাজিল ৩৩৫
দুই : হাফিজ আস সিলাফি ৩৫৬
তিন : আবু তাহির ইবনু আওফ আল ইসকান্দারি ৩৭৩
চার : আবদুল্লাহ ইবনু আবি আসরুন ৩৭৭
পাঁচ : ফকিহ ইসা হাক্কারি ৩৮৭
ছয় : জায়নুদ্দিন আলি ইবনু নাজা ৩৯১
সাত : ইমাদ আল ইসফাহানি ৩৯৪
আট : আল খাবুশানি ৩৯৭

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৩

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-১

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

দ্বিতীয় খণ্ড

ধারাবিবরণী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক সংস্কার ও ব্যয়খাত ৯

এক : কৃষিকাজ ও ব্যবসায় গুরুত্বারোপ ৯

দুই : শিল্পকারখানার প্রতি গুরুত্বারোপ ১১

তিন : অবৈধ কর রহিতকরণ ও শরিয়া আয় গ্রহণ ১৪

চার : সালাহুদ্দিনের শাসনামলে নির্মিত হাসপাতালসমূহ ১৬

পাঁচ : সালাহুদ্দিনের আমলে নির্মিত সুফি খানকাসমূহ ১৯

ছয় : সামাজিক সংস্কার ২৪

সাত : নির্মাণ-সংস্কার ২৭

আট : প্রশাসনিক সংস্কার ২৯

নয়. বাহাউদ্দিন কারাকুশ : আইয়ুবিদের অন্যতম প্রশাসনিক ব্যক্তি ৩১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলে সামরিক নীতিমালা ৩৮

এক : সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলে জায়গিরপ্রথার উন্নয়ন ৩৯

দুই : সালাহুদ্দিনের সামরিক মন্ত্রণালয় ৪২

তিন : সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম বা পোশাক ৪৩

চার : খাদ্য সরবরাহ ৪৪

পাঁচ : সামরিক উপাদান ৪৫

ছয় : আইয়ুবিবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ৫০

সাত : সেনাবাহিনী সম্পৃক্ত দল-উপদল ৫১

আট : বার্তা ও গোয়েন্দাবিভাগ ৫৭

নয় : যুদ্ধ, সন্ধি ও বন্দিবিষয়ক বিভাগ ৬৫

দশ : আইয়ুবিবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ৭৭

এগারো : আইয়ুবি নৌবাহিনী ৭৮
বারো : সালাহুদ্দিনের নৌবাহিনীতে মরক্কোবাসীর ভূমিকা ৯০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সালাহুদ্দিনের প্রচেষ্টা ৯৩

এক : দামেশক অন্তর্ভুক্তকরণ ১০২
দুই : হালাব অন্তর্ভুক্তকরণ ১৩৪
তিন : মসুলের তৃতীয় অবরোধ এবং সালাহুদ্দিনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ১৪১
চার : সুলতান সালাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে শিয়া ইসমাইলিদের ষড়যন্ত্র ১৪৩
পাঁচ : রোমের সেলজুকদের সঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৫০
ছয় : আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৫৩
সাত : বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৬০
আট : হিত্তিনযুদ্ধের পূর্বে ক্রুসেডারদের সঙ্গে সালাহুদ্দিনের সম্পর্ক ১৬৩
নয়. নুরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু ও হিত্তিনযুদ্ধে লব্ধ শিক্ষা ও উপদেশ ১৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

হিত্তিনের যুদ্ধ, জেরুসালেম বিজয় ও ক্রুসেড আক্রমণ # ২১০

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিত্তিনের যুদ্ধ ২১১

এক : হিত্তিনযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ২১২
দুই : যুদ্ধের ঘটনা ২২৩
তিন : হিত্তিনযুদ্ধে বিজয়ের কারণসমূহ ২২৮
চার : হিত্তিনযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ২৫১
পাঁচ : হিত্তিনযুদ্ধের ফলাফল ২৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জেরুসালেম বিজয় ২৬০

এক : বায়তুল মাকদিস অভ্যন্তরে ক্রুসেডারদের প্রস্তুতি ২৬০
দুই : সালাহুদ্দিনের সমরপরিকল্পনা ২৬১
তিন : বায়তুল মাকদিসে সালাহুদ্দিনের প্রবেশ ২৬৮
চার : জেরুসালেমে প্রথম জুমুআর সালাত ২৭৫
পাঁচ : বায়তুল মাকদিসে নুরুদ্দিনের মিম্বার ২৮৪

ছয় : বায়তুল মাকদিসে সালাহুদ্দিনের সংস্কার-কার্যক্রম ২৮৫
সাত : মুসলিমবিশ্বে সুসংবাদ এবং প্রতিনিধিদল প্রেরণ ২৮৭
আট : সালাহুদ্দিনের সঙ্গে আব্বাসি খলিফার বিরোধ ২৮৯
নয় : সালাহুদ্দিনের অভিযানে আলিমদের উপস্থিতি ২৮৯
দশ : বায়তুল মাকদিস বিজয়ে কবিদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ২৯২
এগারো: সুর অবরোধ ২৯৩
বারো : বিজয়ধারার পূর্ণতা ২৯৬
তেরো: 'ইবাদত ও জিহাদের জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে' ২৯৮
চৌদ্দ : উসামা ইবনু মুনকিজের মৃত্যু ২৯৯
পনেরো: গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা ৩০০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় ক্রুসেড ও সালাহুদ্দিনের ইনতিকাল ৩১০

এক : পশ্চিমাবিশ্বের কাছে ক্রুসেডারদের সাহায্য প্রার্থনা ৩১০
দুই : প্রাচ্য অভিমুখে জার্মান সম্রাট ৩১৩
তিন : জার্মানদের আক্রমণ ও সালাহুদ্দিনের প্রতিক্রিয়া ৩১৮
চার : ক্রুসেডারদের আক্কা অবরোধ ৩১৯
পাঁচ : আক্কার পতন ৩৪৯
ছয় : যেসব কারণে আক্কার পতন ঘটে ৩৫৫
সাত : আরসুফের যুদ্ধ ৩৫৮
আট : আসকালান ধ্বংস করা ৩৬০
নয় : জেরুসালেমের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারকরণ ৩৬৩
দশ : আল আদিল ও রিচার্ডের মধ্যে আলোচনা ৩৬৫
এগারো: যুদ্ধক্ষেত্রে সালাহুদ্দিনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ৩৬৭
বারো : জেরুসালেমের সুরক্ষায় সালাহুদ্দিনের প্রস্তুতি ৩৬৮
তেরো: ইয়াফার যুদ্ধ ৩৭১
চৌদ্দ : সন্ধিস্থাপন ও রামলার চুক্তি ৩৭৩
পনেরো: সালাহুদ্দিনের অসুস্থতা ও ইনতিকাল (৫৮৯ হিজরি) ৩৯০

বইয়ের সারসংক্ষেপ ৪০২

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুসলমান ও পশ্চিমা ক্রুসেডারদের মধ্যকার ক্রুসেড হিজরি পঞ্চম শতকের শেষার্ধে শুরু হয়ে সপ্তম শতকে শেষ হয়েছে—বিষয়টি এমন নয়; বরং এর ধারাবাহিকতা অনেক দীর্ঘ। ইসলামের আবির্ভাবকালেই এর শুরু, যার ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।[৬] ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। কোনো স্তরে এ লড়াইয়ের তীব্রতা একটু কম হলে পরের স্তরে তা হতো আরও ভয়াবহ। সেগুলো হতো মুসলিম শক্তির ওপর অধিকতর ক্ষতিকর, অধিকতর কঠোর। বিশ্বজুড়ে এর পরিসর হতো আরও বিস্তৃত।[৭] ক্রুসেডের বিভক্তিধারা হচ্ছে নিম্নরূপ :

এক. বাইজেন্টাইন

বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে ইসলামের লড়াইয়ের শুরু নববি-যুগ থেকেই। পঞ্চম হিজরির দুমাতুল জানদাল থেকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়েছে জাতুস সালাসিল (Battle of Chains), মুতা ও তাবুকের যুদ্ধ। পরিশেষে এর সমাপ্তি ঘটে উসামা ইবনু জায়েদ রা.-এর অভিযানের মাধ্যমে। মুসলিমবাহিনীর পক্ষ থেকে দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসা বিপদের ঘনঘটা বাইজেন্টাইনরা আঁচ করতে পেরেছিল। বিশেষত মদিনাকেন্দ্রিক নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্র উত্তর-আরবের গোষ্ঠীগুলোকে যখন রোমানদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে সফল হয়; তাদের শঙ্কা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। তখন বাইজেন্টাইনরা মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান পরিচালনা করুক, কিংবা শুধু মুসলিমবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করুক—তারা মুসলমানদের উত্থানকে ক্রমঃসম্প্রসারমান বড় ধরনের হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করতে শুরু করে। ফলে যেকোনো উপায়ে এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে; কিন্তু তাদের প্রস্তুতি ছিল অনেকাংশেই অসম্পন্ন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নেতারা বাস্তব

---

[৬] *দুরুসুন ওয়া তাআম্মুলাতুন ফিল হুরুবিস সালিবিয়া,* আবু ফারিস : ৩০।

[৭] *হাজামাতুন মুজাদ্দাতুন ফিত তারিখিল ইসলামি,* ড. ইমাদুদ্দিন : ২৬।

পরিস্থিতি অনুধাবনে ছিল ব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে তখন যুদ্ধের আগুন তপ্ত লাভার মতো টগবগ করছিল; রাসুল ﷺ-এর ইনতিকালের কিছুদিন পরই তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে মুসলিম বীর-বাহাদুররা হামলে পড়ে বাইজেন্টাইন শাসিত ভূখণ্ডে।

খিলাফতে রাশিদার যুগে বাইজেন্টাইনরা একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে। একসময় তাদের বিতাড়িত হতে হয় পুরো এশিয়া এবং আফ্রিকার কিছু অঞ্চল থেকে। এরপর খিলাফতে রাশিদার যুগেই বাইজেন্টাইনরা জলে-স্থলে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হয়। এরপর উমাইয়াদের শাসনামলে তাঁদের দিগ্‌বিজয়ী শাসকদের ধারাবাহিক আক্রমণে বাইজেন্টাইনরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হতে থাকে।[৮] উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুআবিয়া রা.-এর যুগ থেকে শুরু হয়ে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং তাঁর পুত্রদের সময়েও অভিযান চলতে থাকে; তবে ওয়ালিদ ও সুলায়মানের যুগে অভিযানে বিশেষ উদ্যম পেয়েছিল। সেসব হামলার বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে আমার রচিত *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া : আওয়ামিলুল ইজদিহার ওয়া তাদাইয়াতুল ইনহিয়ার* গ্রন্থে।

উমাইয়াদের শাসনামলের পর শাম, মিসর ও উত্তর-আফ্রিকায় বাইজেন্টাইনদের অপতৎপরতা বাড়তে থাকে; তবে একটা সময় তারা উত্তর-আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে আনাতোলিয়া ও ইউরোপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সময় গড়াতে থাকে আপন গতিতে। ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে তাদের আক্রমণ। বাইজেন্টাইনরা তখন আনাতোলিয়া ও ফুরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু দুঃসাহসী প্রজ্ঞাদীপ্ত মুসলিম নেতৃত্বের মোকাবিলার সক্ষমতা তাদের ছিল না। মুসলিমবাহিনী সীমান্ত অঞ্চলে ক্রমাগত হামলার মাধ্যমে তাদের দিশেহারা করে তোলে; অপরদিকে বাইজান্টেইনরা নিজেদের সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করে। তবে বাইজেন্টাইনদের কলিজাখ্যাত কনস্টান্টিনোপলের অভ্যন্তরে মুসলিমরা তখন ভিন্নপথে প্রবেশ করতে প্রয়াস পায়। এসবের কারণে বাইজেন্টাইন সম্রাটরা কখনোই আগ্রাসী আক্রমণের সুযোগ করে উঠতে পারেনি।

এভাবে দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হয়; হিজরি চতুর্থ শতকে আব্বাসিরা দুর্বল হয়ে পড়লে উত্থান ঘটে শক্তিমান সেলজুক সুলতানদের। তারা ইসলামি জিহাদে নিয়ে আসে উজ্জীবনের নতুন ধারা। সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের যুগে মুসলিম মুজাহিদরা আঘাত হানতে সক্ষম হয় বাইজেন্টাইনদের মেরুদণ্ডে। ৪৬৩ হিজরিতে মালাজগির্দের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে আবারও চূর্ণবিচূর্ণ হয়

[৮] *হাজামাতুন মুজাদ্দা ফিত তারিখিল ইসলামি*, ড. ইমাদুদ্দিন : ২৬, ২৭।

বাইজেন্টাইনদের দম্ভ। এরপর কয়েক শতাব্দী পরে উসমানিদের হাতে সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহকে আর কোনো ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়নি।[৯] আমার লিখিত *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া : আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত* গ্রন্থে এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[১০]

দুই. স্পেন

আন্দালুসে ইসলামের আগমনের পর থেকেই উত্তর দিক থেকে লাগাতার আক্রমণ চলতে থাকে। উত্তরে ছিল স্পেনীয় খ্রিষ্টানদের শক্ত ও সুরক্ষিত ঘাঁটি। তাদের আক্রমণের ফলে সংঘাত ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। প্রায় ৩০০ বছর উমাইয়া শাসকরা তাদের চ্যালেঞ্জের দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে যান। পালটা আঘাত হেনে শত্রুদের আইবেরীয় উপদ্বীপে[১১] পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেন।

এরপর স্পেনের ভূমিতে টানা দুবার ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটে। প্রথমবার মরক্কো থেকে আগত মুরাবিতদের হাতে।[১২] ৪৭৯ হিজরিতে জাল্লাকাযুদ্ধে (Battle of Sagrajas) স্প্যানিশ খ্রিষ্টানদের মোকাবিলায় বীরত্বের সঙ্গে মুরাবিতরা বিজয় অর্জন করেন। দ্বিতীয়বার ৫৯১ হিজরিতে মুওয়াহহিদগণ আরাকযুদ্ধে (Battle of Alarcos) খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম লেখান সোনালি অক্ষরে।[১৩] এভাবে খ্রিষ্টানদের একের পর এক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বৃহত্তর স্পেনে আরও চার শতাব্দী যাবৎ ইসলাম সুদৃঢ় হয়ে থাকে। এরপর দলাদলি ও বিভক্তির ফলে মুসলিমদের মধ্যে দুর্বলতা বাড়তে থাকে। তাঁদের মধ্যে সংঘটিত হতে থাকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

চিরশত্রু খ্রিষ্টানরা এই সুযোগ লুফে নেয়। তারা গ্রানাডার সর্বশেষ মুসলিম রাজ্যটিও ৮৯৭ হিজরিতে ধ্বংস করে। এরপর রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলার নেতৃত্বে মানবেতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য গণহত্যা সংঘটিত হয়। রাষ্ট্র, গির্জা ও ইনকুইজিশন বিভাগ সম্মিলিতভাবে এই বর্বরতা চালায়। ধর্মীয় মূল্যবোধ তো দূরের কথা; এতে মানবাধিকারের কোনো তোয়াক্কা পর্যন্ত তারা করেনি। যেকোনো উপায়ে

---

[৯] প্রাগুক্ত : ৩৭।

[১০] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া : আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত : ১২৫-১৪০।*

[১১] ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এ উপদ্বীপটি স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরার অন্তর্গত। —*উইকিপিডিয়া*।

[১২] *হাজামাতুন মুজাদ্দা ফিত তারিখিল ইসলামি* : ২৮।

[১৩] প্রাগুক্ত : ৩৮৩-৩৮৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক সংস্কার ও ব্যয়খাত

সুলতান সালাহুদ্দিনের আমলে সাম্রাজ্য স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনধারায় অতিবাহিত হচ্ছিল। এর কারণ ছিল জীবিকার উৎসের প্রাচুর্য। সে সময় সাম্রাজ্যের আয়ের অগণিত উৎস ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উৎস এই শিরোনামে উল্লেখ করছি :

- মিসর তাঁর অধীন হওয়ার পর ফাতিমিদের অঢেল ধনসম্পদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ।
- অমুসলিমদের থেকে প্রাপ্ত জিজয়া।
- বন্দিদের থেকে প্রাপ্ত মুক্তিপণ।
- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত গনিমত।
- সন্ধির মাধ্যমে বিজিত ভূমির মালিকদের থেকে গৃহীত ভূমিকর।

এ ছাড়া শরিয়তসম্মত আয়ের আরও অনেক উৎস ছিল। সুলতান অনর্থক ব্যয়প্রবণ কোনো শাসক ছিলেন না। তিনি অপ্রয়োজনে এবং অপাত্রে কোনো সম্পদ খরচ করতেন না। একমাত্র আল্লাহর পথেই খরচ করতেন। এই সম্পদ তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার এবং জনগণ ও সাম্রাজ্যের প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

এক. কৃষিকাজ ও ব্যবসায় গুরুত্বারোপ

যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে সুলতান কৃষিখাত এবং সেচপ্রকল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, যাতে জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ এবং সব ধরনের ফসল উৎপন্ন করা যায়। উৎপন্ন ফসল-বিনিময়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সেনাদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী ও সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে মিসর ও শাম পরস্পরকে সাহায্য করে আগ্রাসী ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুই অঞ্চল মুসলিম সেনাদের প্রয়োজনীয় খাবার এবং উপকরণ সরবরাহ করে সর্বাত্মক সাহায্য করে। সুলতান ব্যবসায়িক খাতের প্রতিও ব্যাপক

গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর সময়ে মিসর হয়ে ওঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগস্থল। এই ব্যবসার কারণে ইউরোপীয় অনেক শহর লাভবান হয়। যেমন : ইতালির ভেনিস ও পিসা (Pisa)-এর মতো শহর ফুলেফেঁপে ওঠে। পরবর্তী সময়ে ভেনিসের বণিকদের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় 'সুক আল আইক' নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। সুলতান সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাজার ও মার্কেট নির্মাণেও গুরুত্ব দেন। মিসর ও শামে বাজারের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এগুলোর সংস্কার ও সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দেন।

বিখ্যাত পর্যটক ইবনু জুবায়ের ৫৭৮ হিজরিতে সালাহুদ্দিনের আমলের কিছু বাজার পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বাজারব্যবস্থাপনার প্রতি তাঁর মুগ্ধতা লিপিবদ্ধ করেন। হালাব শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'শহরটি বৃহৎ এবং গঠনপ্রক্রিয়া চমৎকার। দেখতে দারুণ। এর বাজার বিশাল, দীর্ঘ এবং সুশৃঙ্খল। বাজারের এক দিক থেকে আরেক দিকে অনায়াসেই যাওয়া যায়। পুরো বাজারটিই এভাবে সারিবদ্ধ করে সাজানো। মার্কেটের ছাদ কাঠের তৈরি, ফলে সেখানকার অধিবাসীরা ছায়ার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করতে পারে। বাজারের প্রতিটি দোকান চিত্তাকর্ষক এবং পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। অধিকাংশ দোকান কাঠের মাধ্যমে চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে।'[১]

নাসির খসরু তাঁর বিখ্যাত *সফরনামা* গ্রন্থে সুলতান সালাহুদ্দিনের শাসনামলের শামের তারাবুলুসের[২] কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এটি বেশ সুন্দর শহর। এর আশেপাশে রয়েছে ফসলের খেত এবং বাগান। তাতে আছে প্রচুর আখ, নারিকেল, কলা, লেবুগাছ এবং পাঁচ-ছয়তলা-বিশিষ্ট সরাইখানা। সেখানকার বাজার ও সড়কগুলো পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। মনে হয় প্রতিটি বাজারই যেন একটি সুদৃশ্য-সুসজ্জিত প্রাসাদ। শহরের ঠিক মধ্যখানে আছে একটি বড় জামে মসজিদ; এর পরিবেশও পরিচ্ছন্ন। কারুকার্যের দিক দিয়ে মুগ্ধকর এবং সুরক্ষিত গঠনের। এর প্রাঙ্গণে রয়েছে বিশাল একটি গম্বুজ। গম্বুজের নিচে রয়েছে মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত পানির হাউজ। এর মাঝে রয়েছে তামার ফোয়ারা। বাজারে রয়েছে পাঁচটি কলবিশিষ্ট পানির ঝরনা, যা থেকে অনেক পানি প্রবাহিত হয়; শহরের লোকজন সেখান থেকে পানির প্রয়োজন পূরণ করে।'[৩]

---

[১] *সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবি*, আবদুল্লাহ উলওয়ান : ১৭৫, ১৭৬।

[২] তারাবুলুসুশ শাম : তারাবুলুস বা ত্রিপোলি মূলত লেবাননের একটি শহর। লিবিয়াতেও একই নামে একটি শহর আছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্যের জন্য লেবাননের তারাবুলুসকে 'তারাবুলুসুশ শাম' বা 'তারাবুলুসুশ শারক' বলা হয়; আর লিবিয়ার তারাবুলুসকে 'তারাবুলুসুল গারব' বলা হয়। —*সম্পাদক*।

[৩] *সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবি* : ১৭৭।